উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রবন্ধের সামগ্রিক মূল্যায়ন করাটা একটু কঠিন কাজ। কেননা, এমন বহুমুখী প্রতিভাধর মনীষীর মূল্যায়ন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে না করলে তাঁকে সম্পূর্ণ রূপে পাওয়া যায় না। বিশেষত তাঁর বিরাট ও বিচিত্র কর্মজগৎ ও সাহিত্য জগৎ, সামাজিক জীবন ও সাহিত্যিক জীবন স্বকালের ও স্বদেশের সীমাকেও অতিক্রম করে গেছে কখনো কখনো। আর অন্যান্য সাহিত্যিকদের মতো বাঙালিকে চলার সঠিক পথ তো তিনিও দেখিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে মহৎ জীবন নির্মিত হয়, কীভাবে চলে সৃষ্টির প্রস্তুতি, কীভাবে সৃষ্টি মগ্ন থাকতে হয়। তিনি শুধু লেখক নন, তাঁর চেয়েও বড়ো কথা সাহিত্যিক। না, তার থেকেও বড় সাহিত্য শাস্ত্রী, চিন্তাবিদ ও জীবনশিল্পী। জীবন, শিল্প, সমাজ, সংস্কৃতি শিক্ষা, রাজনীতি— নানান বিষয় নিয়ে তিনি ভাবেন। এবং মানুষের ঘুমন্ত ভাবনা; ক্ষুদ্র সংকীর্ণ চেতনাকে জাগরিত ও প্রসারিত করেন। আর নিজের ভাবনা-চিন্তাকে জীবনের মধ্য দিয়ে ছন্দে উপমায় কাব্যের মতো করে সাজিয়ে তোলেন। এভাবেই গড়ে তোলেন তাঁর জীবন শিল্পীর নির্মাণ। তাঁর থেকেও বড়ো কথা তিনি তো লেখক শিল্পীও। তাই তাঁর সাহিত্যে আমরা বারবার লক্ষ্য করি মানুষের চিন্তা, আবেগ, সজ্ঞা, ইন্দ্রিয় চেতনাকে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সংযোগ স্থাপন করেছেন সামগ্রিক আবেদনের ভাষায়। তাঁর সামগ্রিক প্রবন্ধসাহিত্য নিয়ে বিভিন্ন অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যে আলোচনা করেছি এবং যে যে নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি তাহলো—

১. মনে হয় অন্নদাশঙ্কর রায়ই প্রথম তাঁর পত্রজাতীয় রচনাগুলিকে প্রবন্ধের আকার দেন। কেননা, ইতি পূর্বে অনেকেই অনেক পত্র-সাহিত্য রচনা করেছেন। যেমন রবীন্দ্রনাথের *ছিন্নপত্রাবলী*। কিন্তু সেগুলি প্রবন্ধের আওতায় আসে না। কারণ, সেখানে যুক্তি-তর্ক, তত্ত্ব ও তথ্য এবং কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রয়াস নেই। কিন্তু অন্নদাশঙ্কর রায়ের বেশ কিছু পত্র জাতীয় প্রবন্ধ রয়েছে, যেগুলিতে তত্ত্ব, তথ্য ও কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কথা রয়েছে। এছাড়া ভাষণ ও সাক্ষাৎকার গুলিতে প্রবন্ধের আভাষ পাওয়া যায়।

২. অন্নদাশঙ্কর রায় সংস্কৃতি চিন্তায় বারবার ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতাকে মেলাতে চেষ্টা করেছেন। লোকসংস্কৃতির উপর যে আমাদের পরিবর্তমান সংস্কৃতি দাঁড়িয়ে আছে কিংবা ঐক্যবদ্ধ লোকসাহিত্য যে আধুনিক সাহিত্যের উৎসভূমি— তা একাধিক প্রবন্ধে তিনি যুক্তিসহ দেখিয়েছেন। শুধু তাই নয়, সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে কীভাবে মৈত্রী ও শান্তির সম্প্রীতি বয়ে আনতে হয়, তাঁর প্রবন্ধগুলি তাঁরই প্রমাণ।

৩. সাহিত্যের সাথে কল্পনা কীভাবে কতটা মিশে থাকে, কিংবা দর্শন বিজ্ঞানের সাথে সাহিত্যের পার্থক্য কোথায়— তা তিনি বিজ্ঞানসম্মতভাবেই প্রবন্ধগুলিতে যুক্তি দিয়ে দেখান।

৪. বাক্যের মূল্য একজন সাহিত্যিক বা যে কোনো সৃজনশীল মানুষের কাছে কতটা মূল্যবান হতে পারে, তা তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। তাঁর কাছে বাক্যের মূল্য কোহিনূর-হীরকের চেয়েও বেশি।

৫. বিভিন্ন মনীষীর দ্বারা তিনিই শুধু আলোকিত হননি, সেই আলোয় তাঁদেরও আলোকিত করেছেন। প্রাবন্ধিকের গুরুত্ব এখানেই যে, তাঁর মতো আর কোন বাঙালি লেখক দেশি ও বিদেশী, সমসাময়িক বা চিরকালীন এত বেশি সংখ্যক ব্যক্তিকে নিয়ে প্রবন্ধ লেখেননি। মনীষীদের নিয়ে লেখা প্রবন্ধগুলি পাঠ করলেই বোঝা যায় ইউরোপীয় মননের সঙ্গে বাঙালি আবেগের মিলন কীভাবে মিলে মিশে আছে।

৬. অন্নদাশঙ্কর রায় বহুমুখী সাধনার সমন্বয়ে বিশ্বাসী। একদিকে তিনি সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক অন্যদিকে মানবিক ও নৈতিক দায়বদ্ধতার প্রাবন্ধিক। একাধারে রস তথা সৌন্দর্যের সাধক এবং বিবেক তথা সত্যের সৈনিক। ফলে তাঁর প্রবন্ধগুলি শুধু সাহিত্যের জন্যে লেখা হয়ে উঠেনি, বরং তার সামাজিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব যথেষ্ট। বাঙালীকে জাগ্রত করার মন্ত্র তার প্রবন্ধগুলি।

৭. রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখা *জীবন শিল্পী রবীন্দ্রনাথ* প্রবন্ধটিতে তিনিই প্রথম 'জীবন শিল্পী'। শব্দটি যোগ করে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন মাত্রা আনেন। রবীন্দ্রনাথ দর্শনের দর্শন পরিবেশন করেছেন। কথা শিল্পকে *লিপিকায়* পরিণত করেছেন। বাউলের গানে বুদ্ধির অহংকারকে ডুবিয়ে দিয়েছেন। এই রবীন্দ্রধর্ম হয়ে উঠেছে অন্নদাশঙ্করের জীবনের মর্ম।

৮. অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রবন্ধগুলি সরস, সুন্দর, সপ্রাণ যুক্ত। ছোট ছোট রচনা, কিন্তু মর্মস্পর্শী। সবচেয়ে কম কথায় সবচেয়ে বেশি ভাব সবচেয়ে সহজভাবে প্রকাশ করেন। প্রতিটি প্রবন্ধে যেন একটা ছোটগল্পের মতো রেশ পাঠককে আরো ভাবনার দ্বার খুলে দেয়।

৯. তিনি প্রাণরক্ষা ও বংশ রক্ষার পক্ষে। কেননা, তাঁর কাছে একজন সাহিত্যিক দেশের সম্পদ। তবে নারী সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে অন্নদাশঙ্কর রায়ের বেশ কিছু প্রবন্ধ রয়েছে। সেগুলি নিয়ে যদি পরবর্তীতে কোনো নবীন গবেষক গবেষণা করেন, তাহলে তাঁকে আরো নতুনভাবে আবিষ্কার করা যাবে।

প্রাবন্ধিকের কথায় বলা যায় যে, তাঁর সহিত্য চেতনা দুই মহান সাহিত্য প্রবাহে লালিত। একটি ভারতীয় সাহিত্যের তিন হাজার বছরের ধারা, অন্যটির য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের পাঁচশো বছরের জোয়ার। প্রাচ্যও পাশ্চাত্য, শিল্পেও জীবন, বিশ্বাস ও মনের পাশাপাশি ভাবের সঙ্গে ভাবনা,

বস্তু জিজ্ঞাসার সাথে রোমান্টিক চেতনা, লোকজীবনের সঙ্গে পরিশিলীত জীবন, সব কিছু মিলে তাঁর শিল্প চেতনার জন্ম। প্রাবন্ধিকের স্বপ্ন ভারত যেন হয়ে উঠে মহামানবের দেশ, খণ্ডিত মানবতার ভগ্ননীড় নয়। যেখানে একই ছাতার তলায় সকলে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে। তিনি জানেন, কী করে মিলাতে হয় সাহিত্যের সাথে জীবনকে। আবার কখনো নিজের জীবনের ধারাবাহিকতার চিহ্ন রেখেছেন নিজের জীবনদর্শন কেন্দ্রিক প্রবন্ধগুলিতে।

লেখক হিসাবে প্রথম পর্যায়ের সাহিত্য সৃষ্টিতে তিনি বুদ্ধিজীবী ও মননশীল লেখক। দ্বিতীয়পর্যায়ে প্রেমিক, রসিক, তৃতীয় ও সর্বশেষ পর্যায়ে তিনি বুদ্ধিজীবীর চেয়ে বড়, একজন হৃদয়জীবী। অন্যদিকে জীবনের কাছ থেকে অন্নদাশঙ্কর রায় চারটি শিক্ষা পেয়েছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মেলবন্ধন, পশ্চিমের সাথে আধুনিকের সঙ্গে পা মিলানো। চিরন্তন নারীর তত্ত্ব। যে শ্বাসত প্রেম আমাদের ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়। সর্বশেষ আর্টের লক্ষ্য ও স্বরূপ। রসের সৌন্দর্যের সাথে শিল্পের সাধনা। পাশাপাশি তিনি জীবনভর যে তিনটি বর প্রার্থনা করেছেন তা হলো— ইলুমিনেশন প্রেম, সৃষ্টির আনন্দ-বেদনা। অন্যদিকে তিনি পাঁচটি অন্বেষণ আজীবন প্রার্থনা করেছেন। সত্যের অন্বেষণ, প্রেমের অন্বেষণ, সৌন্দর্যের অন্বেষণ, শাশ্বত নারীর অন্বেষণ, খ্রীস্টানুসরণ। প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের গুণের মধ্যে মনন (ইনটেলেক্ট) স্বজ্ঞা (ইনটুইশন) হল প্রধান। তাই বলে যে ইমাজিনেশন (কল্পনা) ইন্‌স্‌টিংক্ট প্রবৃত্তি নেই, তা নয়। তবে কম। কেননা, তাঁর রচনা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নির্ভর।

সুরজিৎ দাশগুপ্তের মূল্যবান উক্তি দিয়েই এই গবেষণার কর্মের পরিসমাপ্তি টানা যেতে পারে— ''তাঁর প্রবন্ধগুলি হচ্ছে চিন্তার স্বচ্ছতা ও যুক্তিশীলতাকে, বিচক্ষণতা ও বিচারশীলতাকে, নৈতিক ও মানবিকতাকে প্রসাদগুণ ও প্রাঞ্জলতায়, শৈলীতে ও শিল্পিত্বে অসাধারণ সাহিত্যে রূপান্তরিত করার বিস্ময়কর নিদর্শন।''